আল্লাহর রহমতের বিশালতা এবং তওবার গুরুত্ব
তুলে ধরে, এমন এক চিন্তাউদ্রেককারী লেখা

# পুত্রের অসিয়ত

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াহ ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

# পুত্রের ওসিয়ত (১)

## দরূদ শরীফের ফযিলত

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত কিতাব "পর্দার ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর" এর প্রথম পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'ব رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ আরয করলেন যে, আমি (সমস্ত অযিফা, দোয়া ছেড়ে দিবো এবং) আমার সমস্ত সময় দরূদ পাঠে ব্যয়

১. দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগ ও মারকাযী মজলিসে শূরার নিগরান হযরত মাওলানা হাজী আবু হামিদ মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي এই বয়ানটি ৩রা রমযানুল মুবারক ১৪২৯ হিঃ মোতাবেক ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০০৮ খ্রি: রোজ বৃহস্পতিবার ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা করাচিতে করেন। প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের পর ২৫শে সফরুল মুযাফফর ১৪৩৪ হিঃ মোতাবেক ২৯শে ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রি: লিখিত আকারে পেশ করা হচ্ছে।
**(রিসালা বিভাগ, দা'ওয়াতে ইসলামী, আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিস)**



www.dawateislami.net

করবো। তখন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "এটা তোমার চিন্তাসমূহ দূর করার জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## অনুশোচনার কারণে ক্ষমা লাভ

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, আমি একবার গভীর রাতে জঙ্গলের দিকে রওনা হলাম। পথে দেখলাম চারজন লোক একটি জানাযা নিয়ে যাচ্ছে। আমি ভাবলাম, সম্ভবত তারা তাকে হত্যা করেছে এবং লাশ লুকানোর জন্য কোথাও নিয়ে যাচ্ছে। যখন তারা আমার কাছে এলো, তখন আমি সাহস করে তাদের জিজ্ঞেস করলাম: "আল্লাহ পাকের যেই হক তোমাদের উপর রয়েছে, তা সামনে রেখে আমার প্রশ্নের জবাব দাও! তোমরা কি তাকে নিজেরাই হত্যা করেছ নাকি অন্য কেউ? আর এখন তোমরা তাকে লুকানোর জন্য কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?" তারা জবাব দিলো, না! আমরা তাকে না হত্যা করেছি আর না সে নিহত। বরং আমরা মজুর এবং তার মা আমাদের মজুরি দিবে সে তার কবরের পাশে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। এসো, তুমিও আমাদের সাথে চলো। আমি কৌতুহলের কারণে তাদের সাথে গেলাম। আমরা কবরস্থানে পৌঁছালে দেখলাম, সত্যিই একটি তাজা খোঁড়া কবরের পাশে এক বৃদ্ধা মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম: "আম্মাজান! আপনি আপনার ছেলের জানাযা দিনের বেলায় কেন আনেননি যাতে অন্যরাও তার কাফন–দাফনে শরীক হতে পারতো?" তিনি বললেন: এই জানাযা আমার

১. (তিরমিযী, কিতাবু সিফাতিল ক্বিয়ামাহ, বাব: ২৩, ৪/২০৭, হাদিস: ২৪৬৫)



www.dawateislami.net

কলিজার টুকরার। আমার এই ছেলে মদ্যপায়ী ও গুনাহগার ছিল। সারাক্ষণ মদ ও গুনাহের সাগরে ডুবে থাকতো। যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো, তখন সে আমাকে ডেকে তিনটি অসিয়ত করলো:

১. যখন আমি মারা যাবো, তখন আমার গলায় রশি বেঁধে ঘরের চারপাশে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেও এবং লোকদের বলবে যে, গুনাহগার ও নাফরমানদের এটাই শাস্তি হয়।

২. আমাকে রাতের বেলায় দাফন করবে, কারণ দিনের বেলায় যে-ই আমার জানাযা দেখবে, সে আমাকে লানত (অভিশাপ) দিবে।

৩. যখন আমাকে কবরে রাখতে যাবে, তখন আমার সাথে তোমার একটি সাদা চুলও রেখে দিও, কারণ আল্লাহ পাক সাদা চুলকে লজ্জা করেন। হতে পারে তিনি এর কারণে আমাকে আযাব দিবেন না।

যখন সে মারা গেলো, তখন তার প্রথম অসিয়ত অনুযায়ী আমি তার গলায় রশি বাঁধলাম এবং তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগলাম, তখন গায়েবী আওয়াজ এলো: "হে বৃদ্ধা! একে এভাবে টেনে হিঁচড়ো না। আল্লাহ পাক তার গুনাহের উপর অনুতপ্ত (অর্থাৎ তাওবা করার) হওয়ার কারণে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।" সেই বুযুর্গ বলেন: "যখন আমি সেই মহিলার এই কথা শুনলাম, তখন আমি সেই জানাযার কাছে গেলাম, জানাযার নামায পড়লাম, তারপর তাকে কবরে দাফন করলাম। আমি তার মায়ের মাথার একটি সাদা চুলও তার সাথে কবরে রেখে দিলাম। এই কাজ থেকে অবসর হয়ে যখন আমরা তার কবর বন্ধ করতে লাগলাম, তখন তার শরীরে নড়াচড়া হলো এবং সে তার হাত কাফন থেকে বের করে উঁচু করলো এবং চোখ খুললো। আমি এটা দেখে ঘাবড়ে গেলাম, কিন্তু সে



www.dawateislami.net

আমাকে সম্বোধন করে মুচকি হেসে বললো: "হে শায়খ! আমাদের প্রতিপালক! অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তিনি নেককারদেরও ক্ষমা করেন এবং গুনাহগারদেরও ক্ষমা করেন।"এই বলে সে চিরদিনের জন্য চোখ বন্ধ করলো। তারপর আমরা সবাই মিলে তার কবর বন্ধ করে দিলাম এবং তার উপর মাটি ঠিক করে দিয়ে ফিরে এলাম।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب  صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## গুনাহের অনুভূতি সৃষ্টি করুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত ঘটনায় একজন মদ্যপায়ী ও অত্যন্ত পাপী ব্যক্তির উপর আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা থেকে আল্লাহ পাকের রহমতের ব্যাপকতা ভালোভাবে অনুমান করা যায় যে, যদি গুনাহের সাগরে নিমজ্জিত কোনো ব্যক্তি আন্তরিকভাবে নিজের হিসাব–নিকাশ করে এবং আল্লাহ পাকের কাছে নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা চায়, তবে তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু অবশ্যই তার উপর নিজের দয়া ও অনুগ্রহের বর্ষণ করেন। উল্লেখিত ঘটনায় যদিও সেই যুবকের তাওবার স্পষ্ট উল্লেখ নেই, কিন্তু মৃত্যুর সময় সে তার মাকে যে অসিয়তগুলো করেছিল, তা থেকে বোঝা যায় যে, সে তার গুনাহের উপর অত্যন্ত অনুতপ্ত ছিল এবং অনুশোচনাই প্রকৃতপক্ষে তাওবা। যেমন:

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلنَّدَمُ تَوْبَةٌ। অর্থাৎ অনুশোচনাই হলো তাওবা।"[২]

---

১. (তাওবার বর্ণনা ও ঘটনাবলী, ৭৩ পৃ:)
২. (ইবনে মাজাহ, আবওয়াবুয যুহদ, বাবু যিকরিত তাওবা, ৪/৪৯২, হাদিস: ৪২৫২)



www.dawateislami.net

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "যেহেতু বিগত (গুনাহসমূহের) উপর অনুশোচনা তাওবার প্রধান রুকন, যার উপর বাকি সমস্ত আরকান[১] নির্ভরশীল, তাই শুধু অনুশোচনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (স্পষ্টতই) যে ব্যক্তি কারো হক নষ্ট করার জন্য অনুতপ্ত হবে, সে হক আদায়ও করে দিবে। যে বেনামাযী হওয়ার জন্য লজ্জিত হবে, সে বিগত ছুটে যাওয়া নামায কাযা করেও নিবে।" اِنْ شَآءَ الله [২]

## তাওবার গুরুত্ব

মনে রাখবেন! নিজেকে সঠিক পথে আনার জন্য নিজের মধ্যে গুনাহের অনুভূতি সৃষ্টি করা এবং সেগুলোর দুনিয়াবী ও আখিরাতের ক্ষতি সম্পর্কে চিন্তা করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ যখন কোনো মানুষের মনে গুনাহের অনুভূতি সৃষ্টি হয় এবং সে গুনাহকে গুনাহ বুঝতে শুরু করে, তখন নিশ্চিতভাবেই অনুশোচনা ও লজ্জায় তার মাথা নত হয়ে যায়, অন্তর তাওবার দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং চোখ থেকে অশ্রুধারা বইতে শুরু করে। যখন কোনো গুনাহগার আল্লাহ পাকের কাছে ক্ষমা চায়, তখন সেই দয়ালু রব তার বড় থেকে বড় গুনাহও ক্ষমা করে দেন।

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এক বান্দা গুনাহ করলো আর বললো: "হে আল্লাহ! আমার গুনাহ ক্ষমা করে দিন।" আল্লাহ পাক

---

১. তাওবার তিনটি রুকন রয়েছে: (১) অতীতের উপর অনুশোচনা (২) গুনাহ ছেড়ে দেয়া (৩) এই দৃঢ় সংকল্প করা যে, ভবিষ্যতে গুনাহ করবো না।
**(মানহুর রাওযিল আযহার, তা'রীফুত তাওবাহ ওয়া মারাতিবুহা ওয়া আমছিলাতু 'আলাইহা, ৪৩৬ পৃ:)**

২. **(মিরআতুল মানাজীহ, ৩/৩৭৯)**



www.dawateislami.net

বললেন: "আমার বান্দা গুনাহ করেছে এবং তার দৃঢ় আস্থা আছে যে, তার রব এমন যিনি গুনাহ ক্ষমাও করেন এবং গুনাহের উপর পাকড়াও করেন।" তারপর সে আবার গুনাহ করলো এবং বললো: "হে আমার রব! আমার গুনাহ ক্ষমা করে দিন।" আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: "আমার বান্দা গুনাহ করেছে এবং তার আস্থা আছে যে, তার রব এমন যিনি গুনাহ ক্ষমাও করেন এবং গুনাহের উপর পাকড়াও করেন।" সে বান্দা আবার গুনাহ করে আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করলো: "হে আমার রব! আমার গুনাহ ক্ষমা করে দিন।" আল্লাহ পাক বলেন: "আমার বান্দা গুনাহ করেছে এবং তার আস্থা আছে যে, তার রব এমন যিনি গুনাহ ক্ষমাও করেন এবং গুনাহের উপর পাকড়াও করেন।" (তারপর বলেন) তুমি যা ইচ্ছা করো, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।[১]

সাবধান! হাদিস শরীফের শেষ শব্দাবলী অর্থাৎ "তুমি যা ইচ্ছা করো, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি" – এ থেকে কেউ যেন এই ভুল ধারণায় না পড়ে যে, তাওবার পর পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ হওয়ার সাথে সাথে ভবিষ্যতে গুনাহ করারও অনুমতি মিলে যায়। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "এর অর্থ হলো, তুমি যখনই গুনাহের পর তাওবা করবে, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব।"[২]

সুতরাং না জেনে অজ্ঞাতসারে কোনো গুনাহ হয়ে গেলে সাথে সাথে তাওবা করা উচিত, কারণ জীবনের কোনো ভরসা নেই। যদি কোনো ব্যক্তি তাওবা করতে দেরি করে এবং তার মৃত্যুর সময় এসে যায়, তবে তখন

১. (মুসলিম, কিতাবুত তাওবাহ, বাবু কবুলিত তাওবাহ মিনায যুনুব... ইত্যাদি, ১৪৭৪ পৃ:, হাদিস: ২৭৫৮)
২. (ফাতহুল বারী, কিতাবুত তাওহীদ, বাবু ক্বাওলিল্লাহি তা'আলা ইউরীদূনা আন ইউবাদ্দিলূ ... ইত্যাদি, ১৩/৪০০, হাদিসের পাদটীকা: ৭৫০৭)



www.dawateislami.net

তাওবা করা নিষ্ফল প্রমাণিত হতে পারে। যেমন পারা ৪, সূরা নিসার আয়াত ১৭ ও ১৮ তে ইরশাদ হয়েছে:

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓىِٕكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۱۷﴾ وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰۤى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ

**(পারা ৪, নিসা: ১৭, ১৮)**

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** সেই তাওবা যা কবুল করা আল্লাহর অনুগ্রহক্রমে আবশ্যক করে নিয়েছেন, তাদের জন্যই, যারা না জেনে মন্দ কাজ করে বসেছে, অতঃপর সত্বর তাওবা করে নেয় এমন লোকদের প্রতি আল্লাহ স্বীয় দয়া সহকারে প্রত্যাবর্তন করেন এবং আল্লাহ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়। সেই তাওবা তাদের জন্য নয়, যারা গুনাহসমূহে লিপ্ত থাকে, এমনকি যখন তাদের মধ্যে কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলে, 'এখন আমি তাওবা করলাম।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে মুবারাকার ব্যাখায় বলেন: "তাওবা কবুলের ওয়াদা যা উপরের আয়াতে আলোচনা হয়েছে, তা এমন লোকদের জন্য নয় (যারা গুনাহে লিপ্ত থাকে, এমনকি যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলে, এখন আমি তাওবা করলাম।) আল্লাহ মালিক, যা ইচ্ছা করেন, তাদের তাওবা কবুল করুক বা না করুক, ক্ষমা করুক বা আযাব দিক, এটা তাঁর ইচ্ছা।"



www.dawateislami.net

## বারবার তাওবা করুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের রহমত অসীম ও অফুরন্ত। সুতরাং আমাদের উচিত যখনই আমাদের দ্বারা কোনো গুনাহ হয়ে যায়, তখনই তাঁর দরবারে তাওবা করা। যদি মানবিক দুর্বলতার কারণে আবার গুনাহ করে ফেলি, তবে আবারও তাওবা করবো। আবার ভুল হয়ে গেলে আবারও তাওবা করবো, লক্ষ লক্ষবার ভুল করি না কেন অতঃপর এসে তাঁর করুণার আঁচলে আশ্রয় নিব এবং কখনোই নিরাশ হবো না। চিন্তা তো করুন যে, কুরআন করীমে জায়গায় জায়গায় দয়ালু মালিক, আল্লাহ পাক নিজেই তাঁর বান্দাদের তাওবার প্রতি উৎসাহিত করছেন। আসুন, এই প্রসঙ্গে ৬টি আল্লাহ পাকের বাণী লক্ষ্য করি:

## তাওবা সম্পর্কে ৬টি খোদায়ী ফরমান

فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَ اَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ یَتُوْبُ عَلَیْهِ

(পারা ৬,সূরা মায়িদা, আয়াত: ৩৯)

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** সুতরাং যে ব্যক্তি যুলুম করার পর তাওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তখন আল্লাহর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ফিরে চান।

وَ تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ جَمِیْعًا اَیُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

(পারা ১৮, সূরা নূর, আয়াত: ৩১)

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** আর আল্লাহর দিকে তাওবা করো, হে মুসলমানগণ! তোমরা সকলেই, এ আশায় যে, তোমরা সফলতা লাভ করবে।

اَلَّذِیْنَ یَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهٗ یُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** তারাই, যারা আরশ বহন করে এবং যারা সেটার চারপাশে রয়েছে তারা আপন



www.dawateislami.net

رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَیْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ

(পারা ২৪, সূরা মুমিন, আয়াত: ৭)

প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে, এবং তাঁর উপর ঈমান আনে, আর মুসলমানদের জন্য ক্ষমার দোয়া করে ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সবকিছুকেই পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। সুতরাং তাদেরকেই ক্ষমা করো, যারা তাওবা করেছে এবং তোমার পথ অনুসরণ করেছে এবং তাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করে নাও।

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓىِٕكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

(পারা ১৯, সূরা ফুরকান, আয়াত: ৭০)

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** কিন্তু যে ব্যক্তি তাওবা করবে এবং ঈমান আনবে আর সৎকাজ করবে, এমন লোকদের মন্দকাজগুলোকে আল্লাহ সৎকর্সমূহে পরিবর্তন করে দিবেন, আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓىِٕكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْـًٔا

(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত: ৬০)

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** কিন্তু যারা তাওবাকারী হয়েছে এবং ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, সুতরাং এসব লোক জান্নাতে যাবে এবং তাদের কোন ক্ষতি করা হবে না।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত: ২২২)

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন অধিক তাওবাকারীদের।



www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা, তাওবাকারীর উপর আল্লাহ পাকের কেমন দয়া ও অনুগ্রহ হয়। সুতরাং যদি একনিষ্ঠতা খাঁটি হয় এবং তাওবা মজবুত হয়, তবে উল্লিখিত আয়াতে করীমার আলোকে নিম্নোক্ত ৬টি ফযিলত অর্জিত হবে। যথা

১. আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে তাওবাকারীর তাওবা কবুল হবে।
২. দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা তার কদম চুম্বন করবে।
৩. আরশ বহনকারী ফেরেশতারা তার মাগফিরাত এবং জাহান্নামের আযাব থেকে নিরাপত্তার দোয়া করবেন।
৪. তার মন্দ কাজগুলো নেকীতে পরিবর্তিত করে দেওয়া হবে।
৫. তার জান্নাতে প্রবেশের পরওয়ানা (অনুমতিপত্র) মিলবে।
৬. তাওবাকারী আল্লাহ পাকের মাহবুব (প্রিয় বান্দা) হয়ে যাবে।

سُبْحَانَ الله! তাওবাকারীর জন্য এরচেয়ে বড় আর কী পুরস্কার হতে পারে যে, আল্লাহ পাক তাকে পছন্দ করবেন, তার প্রতি খুশি হবেন এবং তাকে নিজের মাহবুব বান্দা বানিয়ে নিবেন। এই পুরস্কার অর্জন করার জন্য বুযুর্গানে দ্বীনেরা মুত্তাকী ও পরহেজগার হওয়া সত্ত্বেও কেমন খাঁটি তাওবার দোয়া করতেন। যেমন:

## তাওবার পুরস্কার

হযরত সায়্যিদুনা আবু ইসহাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আমি ত্রিশ বছর পর্যন্ত আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করেছি যে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সত্যিকার ও খাঁটি তাওবার তাওফিক দান করো।" ত্রিশ বছর পার হয়ে যাওয়ার পর আমি মনে মনে আশ্চর্য হয়ে আল্লাহর দরবারে আরয করলাম: سُبْحَانَ الله! আমি ত্রিশ বছর ধরে তোমার দরবার একটি চাহিদার



www.dawateislami.net

জন্য আবেদন করেছি, কিন্তু তুমি এখনও আমার সেই প্রয়োজনটি পূরণ করোনি।" যখন আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, তখন স্বপ্নে দেখলাম এক ব্যক্তি আমাকে বলছে: "তুমি তোমার ত্রিশ বছরের দোয়া (কবুল না হওয়ায়) আশ্চর্য ও বিস্মিত হচ্ছো? তোমার কি জানা নেই যে, তুমি আল্লাহ পাকের নিকট কিসের আবেদন করছো? তুমি এই বিষয়ে আরয করছো যে, আল্লাহ পাক যেন তোমাকে তাঁর বন্ধু ও মাহবুব বানিয়ে নেন। তুমি কি আল্লাহ পাকের এই বাণীটি শোনোনি:

اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوَّابِیْنَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِیْنَ

**(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত: ২২২)**

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন অধিক তাওবাকারীদের এবং পছন্দ করেন অধিক পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরকে।

সুতরাং তুমি কি তাঁর মুহাব্বতকে সাধারণ মনে করছো?[১]

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

## তাওবার প্রয়োজন কার?

মনে রাখবেন! তাওবার জন্য গুনাহ হওয়া বা গুনাহ মনে থাকা জরুরি নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ পাকের দরবারে তাওবা ও ইস্তিগফার করতে থাকা উচিত, চাই সে নেককার হোক বা গুনাহগার। এবং তার নিজের ভুল মনে থাকুক বা না থাকুক। সম্ভবত কিছু লোকের মনে এই কুমন্ত্রণা আসে যে, আমি তো খুব মুত্তাকী ও পরহেযগার অথবা আমি তো অনেক আগেই তাওবা করে ফেলেছি, সুতরাং আমার তাওবা করার প্রয়োজন নেই। এই ধরনের কুমন্ত্রণার চিকিৎসা হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল

১. (মিনহাজুল আবেদীন, আল–আকাবাতুস সানীয়াহ আকাবাতুত তাওবাহ, ২৪ পৃ:)



www.dawateislami.net

হাক্কী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর এই বাণীতে বিদ্যমান যে, "আল্লাহ পাক সমস্ত মুসলমানদেরকে তাওবা ও ইস্তিগফারের হুকুম দিয়েছেন, কারণ মানুষ স্বভাবতই দুর্বল। চেষ্টা সত্ত্বেও সে কোনো না কোনো ভুলে পড়েই যায়।" ইমাম কুশাইরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "তাওবার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ঐ ব্যক্তির, যে মনে করে আমার তাওবা করার কোনো প্রয়োজন নেই।"[১]

সত্যিই এই কথার সাথে বাস্তবতার গভীর সম্পর্ক রয়েছে যে, যারা মিথ্যা, গীবত, চোগলখোরী, ওয়াদা খেলাফী, অপবাদ, গালিগালাজ, ফিল্ম-ড্রামা ও গান-বাজনা ইত্যাদি গুনাহে সর্বদা মগ্ন থাকে, তারা যেন নিজ মুখে এটাই বলছে যে, আমাদের তাওবার কী প্রয়োজন? অথচ এর বিপরীতে আল্লাহ পাকের নেক বান্দারা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা সত্ত্বেও প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর ভয়ে কাঁপতে থাকে, অশ্রু বিসর্জন দেয় এবং অধিক পরিমাণে তাওবা ও ইস্তিগফার করতে থাকে। এই প্রসঙ্গে নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আমলও আমাদের সামনে রয়েছে যে, তিনি শুধু তাওবা ও ইস্তিগফারের প্রতি উৎসাহিত করতেন না, বরং গুনাহ থেকে পূত-পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও নিজেও দিনে বহুবার ইস্তিগফার করতেন। যেমন:

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন উমর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "হে লোকসকল! আল্লাহ পাকের নিকট তাওবা করো, নিশ্চয় আমিও দিনে একশতবার ইস্তিগফার করি।"[২]

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে উমর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তাওবা ও ইস্তিগফারের (অভ্যাস) বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: "আমরা

---

১. (রূহুল বয়ান, পারা ১৮, আন–নূর, তাহতাল আয়াত: ৩১, ৬/১৪৫)
২. (মুসলিম, কিতাবুয যিকর ওয়াদ্দু'আ, বাবু ইসতিহবাবিল ইস্তিগফার ... ইত্যাদি, ১৪৪৯ পৃ:, হাদিস: ২৭০২)



www.dawateislami.net

প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে একই মজলিসে শত শত বার رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْم এই কালিমাটি পড়তে শুনতাম।"[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা নিজেরাই ফয়সালা করুন যে, যেখানে আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজেই দিনে শত শত বার ইস্তিগফার করাকে নিজের আমল বানিয়েছিলেন, সেখানে আমরা গুনাহগারদের কতটা তাওবা ও ইস্তিগফার করা প্রয়োজন! সুতরাং যদি এই ধরনের শয়তানী কুমন্ত্রণা আসে যে, "আমি এমন কোন গুনাহ করেছি যে তাওবা করবো?" অথবা এই যে, "আমি তো তাওবা করে ফেলেছি, এখন তো কোনো প্রয়োজন নেই" অথবা এই যে, "আমি তো নামায-রোযা আদায়কারী, আমার কীসের প্রয়োজন যে তাওবা করবো?" ইত্যাদি, তবে কখনোই এই কুমন্ত্রণাগুলোকে অন্তরে স্থান দিবেন না। আসুন, তাওবার প্রয়োজন ও গুরুত্ব জানার জন্য এই সম্পর্কিত কিছু হাদিস ও বুযুর্গানে দ্বীনের উক্তি লক্ষ্য করি:

## সকাল-সন্ধ্যায় তাওবা

হযরত সায়্যিদুনা তালক বিন হাবীব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "নিশ্চয় আল্লাহ পাকের হক এত বেশি যে, বান্দা তা আদায় করতে পারে না এবং আল্লাহ পাকের নেয়ামত এত অধিক যে, তা গণনা করা যায় না, কিন্তু সকাল-সন্ধ্যায় তাওবা করো।"[২]

১. (আবু দাউদ, কিতাবুল বিতর, বাব ফিল ইসতিগফার, ২/১২১, হাদিস: ১৫১৬)
২. (আয-যুহদ, বাবুল হারব মিনাল খাতায়া ওয়ায যুনুব, ১০১ পৃ:, হাদিস: ৩০২)



www.dawateislami.net

## তাওবাকারীদের জন্য সুসংবাদ

হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, গুনাহগারদের সুসংবাদ দাও যে, যদি তারা তাওবা করে, তবে আমি কবুল করবো এবং সিদ্দিকীনদের এই কথা থেকে ভয় দেখাও যে, যদি আমি ইনসাফের সাথে কাজ করি, তবে তাদের আযাব দিবো।"[১]

## চোখের পলক ফেলার আগেই তাওবা কবুল

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন সালাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: "আমি তোমাদের কাছে যে কথাই বর্ণনা করবো, তা কোনো প্রেরিত নবী অথবা অবতীর্ণ কিতাব থেকে বর্ণনা করবো। নিশ্চয়! বান্দা যখন গুনাহ করে, তারপর চোখের পলক ফেলার সমপরিমাণও অনুতপ্ত হয়, তবে চোখের পলক ফেলার চেয়েও দ্রুত সেই গুনাহ দূর হয়ে যায়।"[২]

## আমলনামা থেকে গুনাহ মুছে যায়

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন উমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: "যে ব্যক্তি নিজের সেই গুনাহকে স্মরণ করে, যার কারণে তাকে (আখিরাতে) কষ্ট দেওয়া হবে এবং তারপর নিজের অন্তরকে সেই গুনাহ থেকে পবিত্র করে নেয়, তবে তার আমলনামা থেকেও সেই গুনাহ মুছে যায়।[৩]

---

১. (ইহয়াউ উলুমিদ্দীন, কিতাবুত তাওবাহ, বয়ান আন্না তাওবাহ ইযা ইসতাজমা'আত শারায়েতাহা ইত্যাদি... ৪/১৮)
২. (ইহয়াউ উলুমিদ্দীন, কিতাবুত তাওবাহ, বয়ান আন্না তাওবাহ ইযা ইসতাজমা'আত শারায়েতাহা ইত্যাদি... ৪/১৮)
৩. (ইহয়াউ উলুমিদ্দীন, কিতাবুত তাওবাহ, বয়ান আন্না তাওবাহ ইযা ইসতাজমা'আত শারায়েতাহা ইত্যাদি... ৪/১৮)



www.dawateislami.net

## শয়তানের আকাঙ্ক্ষা!

কিছু বুযুর্গ বলেন: "বান্দা গুনাহ করে তার উপর অনুতপ্ত থাকে, এমনকি সে জান্নাতে প্রবেশ করে। শয়তান বলে, হায়! যদি আমি তাকে গুনাহে লিপ্ত না করতাম।"[১]

## কোমল হৃদয়ের অধিকারীগণ

আমিরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: "তাওবাকারীদের কাছে বসো, কারণ তাদের অন্তর খুবই নরম হয়।"[২]

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেহেতু শয়তানের নিজের তাওবার তাওফিক নেই, তাই এখন সে চাই না যে, অন্য কেউও তাওবা করে তার সঙ্গীদের তালিকা থেকে বেরিয়ে জান্নাতের মুসাফির হয়ে যাক। সেজন্য সে তাওবা থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এবং মানুষকে তার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে, যাতে সে কোনোভাবে গুনাহ করে জাহান্নামের হকদার হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ পাকের রহমতের প্রতি কুরবান হয়ে যান যে, আমরা যখনই তাঁর কাছে মাগফিরাতের দোয়া করি, তিনি আমাদের ক্ষমা করে দেন। যেমন:

## আসো গুনাহগাররা! মাগফিরাত চেয়ে নাও...

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "শয়তান আল্লাহ পাকের দরবারে বললো:

---

১. (ইহয়াউ উলুমিদ্দীন, কিতাবুত তাওবাহ, বয়ান আন্না তাওবাহ ইযা ইসতাজমা'আত শারায়েতাহা ইত্যাদি... ৪/১৮)
২. (আয-যুহদ, বাবু মা জাআ ফিল হুযনি ওয়াল বুকা, ৪২ পৃ:, হাদিস: ১৩২)



www.dawateislami.net

وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا اَبْرَحُ اُغْوِى عِبَادَكَ مَا دَامَتْ اَرْوَاحُهُمْ فِى اَجْسَادِهِمْ অর্থাৎ হে আমার রব! তোমার ইজ্জত ও জালালের কসম! যতক্ষণ বান্দাদের শরীরে রূহ বাকি থাকবে, আমি তাদের পথভ্রষ্ট করতে থাকবো।" আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: وَعِزَّتِى وَجَلَالِى لَا اَزَالُ اغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِى অর্থাৎ আমার ইজ্জত ও জালালের কসম! যতক্ষণ তারা আমার কাছে মাগফিরাত চাইতে থাকবে, আমি তাদের মাগফিরাত করতে থাকবো।"[১]

## শয়তানের চ্যালেঞ্জ

মনে রাখবেন! উল্লেখিত হাদিস শরীফে আল্লাহ পাকের অসীম ক্ষমা ও মাগফিরাতের কথা শুনে যেখানে আমাদের খুশি হওয়া উচিত, সেখানেই আদম সন্তানের সাথে শয়তানের শত্রুতা ও বিদ্বেষের কথা শুনে চিন্তিতও হওয়া উচিত যে, সে সব সময় আমাদের পথভ্রষ্ট করে কোনো না কোনোভাবে জাহান্নামের ইন্ধন বানানোর চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এবং শুধু শয়তান নিজেই নয়, বরং তার পুরো বংশধর এই চেষ্টায় সক্রিয় রয়েছে। যেমন:

তাফসীরে দুররে মানসুরে রয়েছে যে, যখন এই আয়াত মুবারাকা নাযিল হলো:

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۫ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۫

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** আর ঐসব লোক, যখন (তাদের) কেউ অশ্লীলতা কিংবা আত্মার প্রতি যুলুম করে তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে স্বীয় গুনাহের ক্ষমা চাই, এবং আল্লাহ ব্যতীত গুনাহ কে

১. (মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদে আবী সাঈদ খুদরী, ৪/৫৮, হাদিস: ১১৭৩৭)



www.dawateislami.net

وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

(পারা ৪, সূরা আ'লে ইমরান, আয়াত: ১৩৫)

ক্ষমা করবে? আর তার জেনে বুঝে নিজেদেরকে কৃত অপরাধের প্রতি পুনঃপুনঃ অগ্রসর হয় না।

তখন ইবলিস চিৎকার করে তার বাহিনীকে ডাকলো, নিজের মাথায় মাটি দিলো এবং খুব আহাজারি করলো। এমনকি পুরো পৃথিবী থেকে তার চেলারা জমা হয়ে গেলো এবং বললো: "হে আমাদের সর্দার! তোমার কী হয়েছে?" সে বললো: "কুরআনে এমন আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যে, এরপর কোনো বনী আদমের গুনাহ তার কোনো ক্ষতি করবে না।" তার সঙ্গীরা বললো: "সেটা কোন আয়াত?" ইবলিস তাদেরকে (উল্লিখিত আয়াতের) ব্যাপারে জানান দিলো। তখন তার চেলারা বললো: "আমরা তাদের উপর খাহেশাতের (কামনা-বাসনার) দরজা খুলে দিবো, যাতে তারা তাওবা ও ইসস্তিগফার করতে না পারে এবং তারা এই ধারণায় থাকবে যে, আমরা হকের উপর আছি।" এটা শুনে শয়তান খুশি হয়ে গেলো।[১]

## তাওবার পথে বাধা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত ঘটনায় শয়তানের চেলাদের এই কথাটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক যে, আমরা তাদের উপর কামনা–বাসনার দরজা খুলে দিবো, যাতে তারা তাওবা ও ইস্তিগফার করতে না পারে এবং তারা এই ধারণায় থাকবে যে, তারা হকের উপর আছে। সুতরাং শয়তানের এই কথাটি আমাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জের ভূমিকা রাখে। তাই আমাদের

১. (দুররে মানসুর, পারা ৪, সূরা আ'লে ইমরান, আয়াতের পাদটীকা: ১৩৫, ২/৩২৬)



www.dawateislami.net

এই চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করে কর্মক্ষেত্রে নেমে পড়া উচিত এবং নিজের সাথে এই অঙ্গীকার করা উচিত যে, আমরা প্রত্যেক মন্দ কাজ থেকে শুধু নিজেরাই বাঁচবো না, বরং অন্যদেরকেও নেকীর আদেশ দিবো এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে থাকবো। আর যদি মানবিক দুর্বলতার কারণে আমাদের দ্বারা কোনো গুনাহ হয়ে যায়, তবে অক্ষমতা ও অনুশোচনার সাথে সাথে স্বীয় রবের কাছে ক্ষমা চাইবো।

কিন্তু আফসোস! বর্তমান যুগে মুসলমানদের চরিত্রের অধঃপতন এবং তাদের দিন দিন বাড়তে থাকা বদ আমলের কারণে এমন মনে হয় যে, আমরা শয়তানকে তার চ্যালেঞ্জে ব্যর্থ করার চেষ্টা করছি না। নিজেরাই চিন্তা করুন যে, শয়তানের চেলারা তাকে পেরেশান দেখে এই দুটি কথাই বলেছিল: (১) আমরা তাদের উপর কামনা-বাসনার দরজা খুলে দেবো, যাতে তারা তাওবা ও ইস্তিগফার করতে না পারে (২) তারা (গুনাহ করার পরেও) এই ধারণায় থাকবে যে, তারা হকের উপর আছে। সত্যিই আজকাল গুনাহের মাধ্যম এতই বেশি যে, প্রত্যেক পদক্ষেপ মানুষকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কোনো না কোনো গুনাহের দিকে নিয়ে যায়। কিছুদিন আগেও মানুষ রেডিওতে গান ও নাটক শুনতো। তারপর টিভি আবিষ্কৃত হলো, তখন আওয়াজের সাথে সাথে ছবিও দেখা যেতে লাগলো। কিন্তু এতে এই কমতি ছিল যে, যা দেখানো হচ্ছে শুধু তাই দেখা যেতো, নিজের ইচ্ছামতো কোনো কিছু করার সুযোগ ছিল না। কিন্তু ভিসিআর আবিষ্কারের পর এই কমতিও পূরণ হয়ে গেলো। তারপর একের পর এক ডিশ অ্যান্টেনা এবং ক্যাবল নির্লজ্জ দৃশ্য দেখানোর শত শত সুযোগ করে দিয়ে গুনাহের বন্যা বইয়ে দিয়ে আরো দ্রুততা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু



www.dawateislami.net

সারাক্ষণ ফিল্ম-ড্রামা ও গান-বাজনা দেখা-শোনা করা লোকদের এক জায়গায় বসে থাকতে হতো, কারণ টিভি বড় হওয়ায় সবসময় সাথে রাখা সম্ভব ছিল না। তাই MP3, MP4 এবং টিভিওয়ালা মোবাইল ফোনের মতো ছোট ছোট ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি এবং ইন্টারনেট গুনাহ করার পথে বিদ্যমান সমস্ত বাধা দূর করে দিয়েছে। আর এভাবে সমাজের কোটি কোটি মানুষ এই জিনিসগুলোর অপব্যবহারের মাধ্যমে গুনাহের সাগরে ডুবে চলেছে এবং আরো আফসোসের বিষয় হলো, গুনাহে মগ্ন থাকা সত্ত্বেও নিজেদের কালো কারনামাকে সঠিক মনে করে এবং শুধু এটাই নয়, বরং অন্যদের সামনে নিজেদের এই ভ্রান্ত ধারণার প্রকাশ করে এবং এই ধরনের দুঃসাহসিক বাক্য বলতেও দেখা যায় যে, "সব চলে", "সব ঠিক আছে" ইত্যাদি। নিশ্চয়ই এই মানসিকতাই সমাজকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছে। مَعَاذَاللّٰه, সারাদিন জেনে বা না জেনে কত গুনাহ করে, কিন্তু তাওবা ও অনুশোচনা তো দূরের কথা, এর অনুভূতি পর্যন্ত হয় না। আর যার এই অনুভূতিই নেই যে, সে গুনাহ করেছে, সে তাওবার দিকে কীভাবে আসবে?

আজ ফিল্ম-ড্রামা দেখা, গান-বাজনা শোনার জন্য কে লজ্জিত হয়? মিথ্যা, গীবত, অপবাদ, চোগলখোরী, ওয়াদা খেলাফী, কুধারণা এবং গালিগালাজের মতো গুনাহের জন্য কে অনুতপ্ত হয়? পিতামাতার নাফরমানী, মুসলমানদের হক নষ্ট করা ও মনে আঘাত দেয়া, চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, খুনাখুনি এবং মদপান করার কারণে কার মাথা লজ্জায় নত হয়? নামায কাযা হওয়ার জন্য কার আফসোস হয়? সাধারণত নামাযী হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিরাও ফজরের নামাযে অলসতা করে এবং এর জন্য কোনো আফসোসও করে না। এর বিপরীতে যদি সকাল ৯টায় অফিসে



www.dawateislami.net

পৌঁছাতে হয় এবং সাড়ে ৮টায় ঘুম ভাঙে, তবে চিন্তায় অস্থির হয়ে যায় যে, কখন নাস্তা করবো, কখন রেডি হবো এবং কখন অফিসে পৌঁছাবো। শুধু এটাই নয়, বরং ঘরের লোকদের বকাঝকাও করে যে, তাড়াতাড়ি কেন উঠাওনি? অফিসের জন্য দেরিতে ওঠার জন্য তো খুব আফসোস হয়! কিন্তু ফজরে ঘুম না ভাঙার জন্য কোনো আফসোস হয় না, কারণ অফিসে দেরিতে যাওয়ার কারণে বেতন কেটে যাওয়ার ভয় আছে, কিন্তু ফজরের নামায না পড়ার কারণে যে আযাব মিলবে, তার কোনো ভয় নেই। মা-ও নিজের সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর জন্য খুব ভোরে ওঠে, ফজরের সময়ও হয়, কিন্তু নামায পড়ে না। বরং মুসলমানদের একটি বড় অংশ তো مَعَاذَ الله পাঁচ ওয়াক্ত নামায অত্যন্ত নির্ভীকতা ও অবহেলার সাথে কাযা করে দেয়। কিন্তু কারো এর জন্য আফসোস হয় না, অথচ নামায পড়া মুসলমানের উপর ফরয এবং কাযা করা বা একেবারেই না পড়া কবীরা গুনাহ, হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।

## নামায ছেড়ে দেওয়ার পরিণাম

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব, صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا كُتِبَ اِسْمُهُ عَلَى بَابِ النَّارِ فِيمَنْ يَدْخُلُهَا অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াক্ত নামায কাযা করে, তার নাম জাহান্নামের সেই দরজায় লিখে দেয়া হয় যেটা দিয়ে তারা তাতে প্রবেশ করবে।"[১] নামাযে অলসতাকারীকে কবর এমনভাবে চাপ দেবে যে, তার পাঁজরের হাড়গুলো ভেঙে চুরে একটি অপরটির ভিতরে ঢুকে যাবে, তার কবরে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হবে এবং

১. (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/২৯৯, হাদিস: ১০৫৯০)



www.dawateislami.net

তার উপর একটি টাকমাথা সাপ নিযুক্ত করে দেওয়া হবে এবং কিয়ামতের দিন তার হিসাব কঠোরভাবে নেওয়া হবে।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নামায কাযা করার এই ভীতিপ্রদ শাস্তির কথা শুনে তো আমাদের শরীরের প্রতিটি লোম দাঁড়িয়ে যাওয়া উচিত এবং আমাদের গুনাহের জন্য অশ্রু বিসর্জন দেওয়া উচিত। কিন্তু আফসোস! আমাদের মন্দ কাজের উপর গর্ব করার সুযোগই বা কোথায় যে অশ্রু বিসর্জন দিবো? একটু সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখুন যে, লোকেরা কিভাবে গুনাহের উপর গর্ব করে ঘুরে বেড়ায়, যেন তারা নিজেদের এই কাজগুলোকে সঠিক মনে করে। আজকের যুবক সোনার চেইন এবং বিভিন্ন ধাতুর আংটি ও কড়া পরে, আর মেয়েদের মতো লম্বা লম্বা চুল রেখে ঘুরতে গর্ববোধ করে। যদি এই মন্দ কাজগুলোকে লজ্জাজনক মনে করতো, তবে এমন কাজ থেকে দূরে থাকতো অথবা অন্ততপক্ষে এমন নির্ভীকভাবে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াতো না। বাবা নিজের বেপর্দা ফ্যাশন ওয়ালী মেয়েকে দেখে গর্বই তো করে, নতুবা লজ্জা ও ক্রোধে তার চেহারার রঙ পাল্টে যেতো। একইভাবে নিজের মাথা থেকে লজ্জার চাদর সরিয়ে ফেলা সেই ফ্যাশন ওয়ালী মেয়েটি এবং তাকে বাহ! বাহ! দেওয়া লোকেরাও যেন এই বেপর্দার উপর গর্ব করে বলেই মনে হয়। এখন তো অবস্থা এই পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, যদি কেউ মাদানী পরিবেশের বদৌলতে পর্দা করতে চাই, তবে তার পথে বাধা সৃষ্টি করা হয় এবং ঠাট্টা–বিদ্রূপের তীর বর্ষণ করা হয়। বিয়ে–শাদীর অনুষ্ঠানে মা–বাবার সামনে যুবতী মেয়েরা নাচে এবং তাদের কানে পানিও ঢোকে না। বাগদত্তা মেয়ের হাত

১. (আয–যাওয়াজির, আল–কাবীরাতুস সাবিয়াতু ওয়াস সাবউন, তা'আম্মুদু তা'খীরিস সালাত ইত্যাদি... ১/২৫৫, মুলতাকাতান)



www.dawateislami.net

ধরে বাগদানের আংটি পরায়, তখন লোকেরা খুশিতে ফেটে পড়ে। একইভাবে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক সুন্নাত দাড়ি শরীফ মুণ্ডানো এবং পশ্চিমা ফ্যাশনের পোশাক পরার উপরও গর্ব করা হয়। আর তারপর সুদ তো আমাদের সমাজে ব্যাপক হয়ে যাচ্ছে। সুদের লেনদেন করার জন্য কোনো লজ্জা ও অনুশোচনাই হয় না, বরং এই হারাম মাল দিয়ে নিজের ব্যবসা আরো প্রসারিত করে গাড়ি, বাংলো এবং ফ্যাক্টরি বানিয়ে গর্ব করা হয়। অথচ একজন মুসলমানের জন্য লজ্জায় ডুবে মরার স্থান যে, সুদ নেওয়া যেন নিজের মায়ের সাথে যেনা করার মতো। এই প্রসঙ্গে ৩টি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শুনুন এবং অন্যান্য গুনাহ ছাড়াও সুদের মতো নিকৃষ্ট গুনাহ থেকেও তাওবা করুন।

## সুদের অশুভ পরিণতি

১. সুদের সত্তরটি দরজা রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে ছোটটি এমন যেন কোনো পুরুষ নিজের মায়ের সাথে যেনা করে।[১]

২. সুদের এক দিরহাম যা মানুষ জেনে–শুনে খায়, তা ৩৬ বার যেনা করার চেয়েও খারাপ।[২]

৩. সুদখোরকে কিয়ামতের দিন পাগলামির অবস্থায় উঠানো হবে, যাতে তার সুদ খাওয়ার ব্যাপারে সমস্ত সমবেত জনতা জেনে যায়।[৩]

تُوْبُوْا اِلَى اللهِ! اَسْتَغْفِرُ اللهَ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. (শুআবুল ঈমান, বাব ফী কুবহিল ইয়াদ 'আনিল আমওয়ালিল মুহাররামাহ, ৪/৩৯৪, হাদিস: ৫৫২০)
২. (মুসনাদে ইমাম আহমদ, আব্দুল্লাহ বিন হানযালা, ৮/২২৩, হাদিস: ২২০১৬)
৩. (কিতাবুল কাবায়ের, আল–কাবীরাতুস সানিয়াহ 'আশারা, বাবুর রিয়া, ১৮ পৃ:)



www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ধরনের কত কাজ রয়েছে যা শরীয়তে নাজায়িয ও হারাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজকের মুসলমান আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিষেধ সত্ত্বেও এই কাজগুলোকে গর্বের সাথে শুধু নিজেই করে না, বরং এর প্রচার করে অন্য মুসলমানদেরকেও নিজের নিন্দনীয় কাজের দিকে আকৃষ্ট করে। হ্যাঁ! নিজের বন্ধু–বান্ধবদের মজলিসে বসে নিজের ঘুষখোরী, প্রতারণা, সুদী কারবার এবং অন্যান্য শরয়ী পরিপন্থী কাজের মাধ্যমে প্রচুর আয় করার গল্প এবং ফিল্ম–ড্রামা, গান–বাজনার কথা কত মজা করে বর্ণনা করা হয়। অন্যদের নিজের গুনাহে ভরা কাহিনি শোনানো ব্যক্তি যদিও এটা বলে না যে, আমি পাক ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাফরমানী করেছি, কিন্তু সে যে গল্পগুলো শোনায়, তা প্রকৃতপক্ষে নাফরমানীর উপরই ভিত্তি করে। যেন সে মুখে না বললেও অবস্থার ভাষায় এটাই বলছে যে, আমি অমুক অমুক কাজে আল্লাহ পাকের এবং তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাফরমানী করেছি। এসো! তোমরাও করো, খুব মজা লাগে। যেমন এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে বলে, "অমুক ফিল্ম নতুন এসেছে, আমি দেখেছি, খুব মজা লেগেছে, তুমিও অবশ্যই দেখো।" আমাদের উচিত, আগ্রহের সাথে গুনাহে ভরা গল্প না শোনা এবং এমন লোকদের উৎসাহ বাড়ানোর পরিবর্তে নিজেরাও গুনাহ থেকে বাঁচা এবং তাদেরকেও সুন্দরভাবে নেকীর দাওয়াত দিয়ে তাওবা ও ইস্তিগফার করা এবং ভবিষ্যতে গুনাহ থেকে বিরত থাকার মানসিকতা তৈরি করা।



www.dawateislami.net

## অন্তরের অন্ধকারের কারণ

মনে রাখবেন! গুনাহের কারণে যেখানে মানুষের বাহ্যিক চরিত্র কলঙ্কিত হয়, সেইভাবে তার অভ্যন্তরেও মন্দ বিষয়াদির সৃষ্টি হয়, যার কারণে গুনাহের দিকে তার স্পৃহা বেড়ে যায় এবং নেক কাজে মন বসে না।

রাসূল আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: "যখন কোনো বান্দা গুনাহ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। কিন্তু যখন সে আল্লাহর কাছে মাগফিরাত চাই এবং তাওবা করে, তখন তার অন্তর পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। আর যদি সে (তাওবার পরিবর্তে) আবার তাওবা গুনাহ করে, তবে এই দাগ আরো বেড়ে যায়, এমনকি তার পুরো অন্তর কালো হয়ে যায়।"[১]

"নিশ্চয়ই যেমন প্রত্যেক রোগের ঔষধ থাকে" এবং প্রত্যেক সমস্যার কোনো না কোনো সমাধান থাকে, তেমনি গুনাহের কারণে অন্তরের কালো ও মরিচা পড়া সমস্যারও নিশ্চিত সমাধান রয়েছে। আর তা হলো, মানুষ গুনাহ থেকে বিরত থাকবে এবং আল্লাহ পাকের কাছে তাওবা ও ইস্তিগফার করবে। এর বরকতে শুধু তার অন্তরের মরিচা দূর হবে না, বরং আল্লাহ পাক তার গুনাহের নাম–নিশানাও মিটিয়ে দিবেন এবং তার মুশকিলও দূর করে দিবেন। আসুন, এই প্রসঙ্গে ৩টি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী লক্ষ্য করি:

১. নিশ্চয়ই লোহার মতো অন্তরগুলোতেও মরিচা ধরে এবং এর পরিচ্ছন্নতা হলো মাগফিরাত কামনা করা।[২]

---

১. (তিরমিযী, কিতাবুত তাফসীর, বাব ওয়া মিন সূরাতি ওয়াইলুল লিল মুতাফফিফীন, ৫/২২০, হাদিস: ৩৩৪৫)
২. (মু'জামুস সাগীর, আল–জুযউল আউয়াল, বাবুত্ত্বা, মান ইস্মুহু ত্বাহির, ১৮৪ পৃ:)



www.dawateislami.net

২. যখন বান্দা নিজের গুনাহ থেকে তাওবা করে, তখন আল্লাহ পাক লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদের তার গুনাহ ভুলিয়ে দেন। একইভাবে তার অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ (হাত–পা ইত্যাদি) কেও ভুলিয়ে দেন এবং তার যমিনে থাকা চিহ্নগুলোও মিটিয়ে দেন। এমনকি কিয়ামতের দিন যখন সে আল্লাহ পাকের সাথে মিলিত হবে, তখন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তার গুনাহের উপর কোনো সাক্ষী থাকবে না।[১]

৩. যে ব্যক্তি ইস্তিগফারকে (অপরিহার্য) করে নেয়, আল্লাহ পাক তার সমস্ত মুশকিলের মধ্যে সহজতা, প্রত্যেক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি এবং অপ্রত্যাশিত রিযিক দান করেন।[২]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করি, তবে আশা করা যায় যে, আল্লাহ পাক আমাদের গুনাহগারদের উপর তাঁর অনুগ্রহের এমন বর্ষণ করবেন, যার বরকতে শুধু আমাদের আখিরাত উন্নত হবে না, বরং রিযিকের অভাব এবং নিঃসন্তান হওয়ার মতো বড় বড় দুনিয়াবী পেরেশানীও দূর হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ পাক হযরত সায়্যিদুনা হুদ عَلَيْهِ السَّلَام এর উক্তি নকল করে ইরশাদ করেন:

وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ

(পারা ১২, সূরা হুদ, আয়াত: ৫২)

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** আর হে আমার সম্প্রদায়! (তোমরা) আপন প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা চাও অতঃপর তাঁরই দিকে ফিরে এসো। (তিনি) তোমাদের প্রতি মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের মধ্যে যে পরিমাণ শক্তি তা

১. (আত–তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুত তাওবাহ ওয়ায যুহদ, বাবুর রাগবাতি ফিত তাওবাহ, ৪/৯, হাদিস: ৪৮১৫)
২. (আবু দাউদ, কিতাবুল বিতর, বাব ফিল ইসতিগফার, ২/১২২, হাদিস: ১৫১৮)



www.dawateislami.net

অপেক্ষা আরো অধিক দিবেন। এবং অপরাধ করে মুখ ফিরিয়ে নিও না।

## তাওবা রিযিক প্রশস্তকারী

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াত করীমার ব্যাখ্যায় বলেন: "যখন কওমে আদ হযরত হুদ عَلَيْهِ السَّلَام এর দাওয়াত কবুল করলো না, তখন আল্লাহ পাক তাদের কুফরীর কারণে তিন বছর পর্যন্ত বৃষ্টি বন্ধ করে দিলেন এবং অত্যন্ত কঠিন দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো এবং তাদের নারীদেরকে বন্ধ্যা করে দিলেন। যখন এই লোকেরা খুব পেরেশান হলো, তখন হযরত হুদ عَلَيْهِ السَّلَام ওয়াদা করলেন যে, যদি তারা আল্লাহ পাকের উপর ঈমান আনে এবং তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যায়ন করে এবং তাঁর দরবারে তাওবা ও ইস্তিগফার করে, তবে আল্লাহ পাক বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তাদের যমিনকে সবুজ–শ্যামল করে নতুন জীবন দিবেন এবং শক্তি ও সন্তান দান করবেন।

হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একবার আমীর মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর কাছে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তখন আমীর মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর এক খাদেম বললেন যে, আমি সম্পদশালী ব্যক্তি, কিন্তু আমার কোনো সন্তান নেই। আমাকে এমন কিছু বলুন, যা দ্বারা আল্লাহ (পাক) আমাকে সন্তান দান করবেন। তিনি বললেন: "ইস্তিগফার পড়তে থাকো।" সে এত বেশি ইস্তিগফার করলো যে, প্রতিদিন সাতশ' বার ইস্তিগফার পড়তে লাগলো। এর বরকতে সেই ব্যক্তির দশটি পুত্র সন্তান হলো। এই খবর হযরত (সায়্যিদুনা) আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর কাছে পৌঁছালে তিনি



www.dawateislami.net

সেই ব্যক্তিকে বললেন যে, তুমি হযরত (সায়্যিদুনা) ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কাছে এটা কেন জিজ্ঞেস করোনি যে, এই আমল তিনি কোথা থেকে বলেছেন? পরের বার যখন সেই ব্যক্তি ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পেলো, তখন সে এই কথা জিজ্ঞেস করলো। ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন যে, তুমি কি হযরত হুদ عَلَیۡہِ السَّلَام এর সেই উক্তি শোনোনি যা তিনি বলেছিলেন: "يَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ" **(কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** তোমাদের মধ্যে যে পরিমাণ শক্তি তা অপেক্ষা আরো অধিক দিবেন।) এবং হযরত নূহ (عَلَیۡہِ السَّلَام) এর এই ইরশাদ: يُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّ بَنِيْنَ **(কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** আর সম্পদ ও সন্তান দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন।)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

## তাওবার অদ্ভুত ধরন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই কথা মনে রাখা উচিত যে, আমাদের চিরশত্রু হলো শয়তান সে এত সহজে আমাদের তাওবার উপর অটল থাকতে দিবে না, বরং তাওবার পথে নানা ধরনের বাধা সৃষ্টি করে আমাদের দুনিয়াবী ও আখিরাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করবে। হতে পারে সে এই ধরনের কুমন্ত্রণা দিবে যে, "এখন আমার বয়সই বা কত, এখনো তো যৌবনের বসন্তও দেখিনি, এখনো তো চুলও সাদা হয়নি" ইত্যাদি। আর যদি আল্লাহর রহমতে আমরা এই কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচেও যাই, তবুও এটা খুবই সম্ভব যে, সে আমাদের সঠিক পদ্ধতিতে তাওবা করতে দিবে না। যেমন আজকাল তাওবারও অদ্ভুত ভঙ্গি দেখা যায় যে, ঠোঁটে হাসি, বরং কখনো কখনো হাসির ফোয়ারা বইতে



www.dawateislami.net

থাকে এবং গালে আস্তে আস্তে চাপড় মারতে মারতে "তাওবা তাওবা" বলে মনকে মানিয়ে নেওয়া হয় যে, তাওবা হয়ে গেছে। মনে রাখবেন! এটা প্রকৃত তাওবা নয়, শুধু আনুষ্ঠানিক তাওবা।

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত যে, অনেক তাওবাকারী কিয়ামতের দিন প্রত্যাখ্যাত হবে। তাদের ধারণা হবে যে, তারা তাওবাকারী, অথচ তারা তাওবাকারী নয়, কারণ তারা তাওবার শর্তাবলী পূরণ করেনি।[১]

## খাঁটি তাওবার আলামতসমূহ

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মুবারক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: "খাঁটি তাওবার ছয়টি আলামত রয়েছে: (১) অতীতের গুনাহের উপর অনুতপ্ত হওয়া (২) গুনাহের দিকে না ফেরার দৃঢ় সংকল্প (৩) যে ফরয আদায়ে উদাসিনতা হয়েছে, তা আদায় করা (৪) যাদের হক নষ্ট করা হয়েছে, তাদের হক ফিরিয়ে দেওয়া (৫) নাজায়িয ও হারাম মাল দ্বারা শরীরে যে চর্বি জমেছে, তা দুঃখ ও অনুশোচনার মাধ্যমে গলিয়ে ফেলা, যতক্ষণ না চামড়া হাড়ের সাথে লেগে যায় এবং তারপর যদি তার উপর গোশত গজায়, তবে এমন গোশত গজানো উচিত যা হালাল ও পবিত্র রিযিক দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে (৬) যেভাবে শরীরকে নফসের কামনা-বাসনার স্বাদ আস্বাদন করানো হয়েছে, সেভাবে তাকে ইবাদতের স্বাদ আস্বাদন করানো।"[২]

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

১. (শুয়াবুল ঈমান, বাব ফী মু'আলাজাতি কুল্লি যানবিন বিত তাওবাহ, ৫/৪৩৬, হাদিস: ৭১৭৯)
২. (শরহে বুখারী লি ইবনে বাত্তাল, কিতাবুদ্দু'আ, বাবু তুবূ ইলাল্লাহি তাওবাতান নাসূহা, ১০/৮০)



www.dawateislami.net

## তাওবার সঠিক পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মৃত্যুর ফেরেশতা চিরবিদায়ের পয়গাম নিয়ে আসার আগে এবং দেখতে দেখতে আমাদের অন্ধকার কবরে নেমে নিজেদের গুনাহের পরিণাম ভোগ করার আগে আসুন! নিজেদের নফসের যাচাই করি এবং তাকে গুনাহের উপর তিরস্কার করি। যেমন, জিহ্বা দ্বারা সংঘটিত গুনাহের উপর নিজের নফসকে এভাবে তিরস্কার করুন যে, হে নফস! তোমার রব তোমাকে জিহ্বার মতো মহান নেয়ামত দান করেছেন। তোমার উচিত ছিল আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করা এবং তাঁর হামদ (প্রশংসা) বর্ণনা করা, কুরআনে পাক তিলাওয়াত করা এবং যিকির ও দরূদ দ্বারা তাকে সিক্ত রাখা। কিন্তু আফসোস! তুমি এই মহান নেয়ামতের গুরুত্ব দাওনি, এসবের অপব্যবহার করেছো এবং মিথ্যা, গীবত, চোগলখোরী, শরয়ী বিনা অনুমতিতে মুসলমানদের মনে আঘাত দেয়ার মতো গুনাহের অপরাধী হয়েছো। একটু ভাবো তো! যদি তিনি তোমাকে বাকশক্তি থেকে বঞ্চিত করে দিতেন, তবে তোমার কী হতো? একইভাবে অন্যান্য অঙ্গ দ্বারা গুনাহ হওয়ার উপরও নফসকে সতর্ক করা উচিত এবং এটাও চিন্তা করা উচিত যে, আল্লাহ পাক আমাদের উপর কতটা মেহেরবান যে, যখন আমরা গুনাহ করি, তখন তিনি সেই গুনাহের উপর আমাদের তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না, বরং আমাদের অবকাশ দেন যাতে আমরা তাওবা করে নিজেদের গুনাহের মাফ চেয়ে নিই। আসুন, উৎসাহের জন্য দুটি ঘটনা লক্ষ্য করি:



www.dawateislami.net

## অনুশোচনার প্রতিদান

বনী ইসরাঈলের এক যুবক বিশ বছর ধরে আল্লাহ পাকের ইবাদত করলো, তারপর বিশ বছর ধরে তাঁর নাফরমানী করলো। তারপর একদিন আয়নায় নিজের দাড়িতে সাদা চুল দেখে দুঃখিত হলো এবং আল্লাহর দরবারে আরয করলো: "হে আমার আল্লাহ পাক! আমি বিশ বছর ধরে তোমার ইবাদত করেছি, তারপর বিশ বছর ধরে তোমার নাফরমানী করেছি।"এখন যদি আমি তোমার দরবারে প্রত্যাবর্তন করি, তবে কি তুমি আমাকে কবুল করবে?" সে কাউকে বলতে শুনলো: "তুমি আমাকে মুহাব্বত করেছো, তাই আমিও তোমাকে মুহাব্বত করেছি। তারপর তুমি আমাকে ছেড়ে দিয়েছো, তাই আমিও তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি। তুমি আমার নাফরমানী করেছো, আমি তোমাকে অবকাশ দিয়েছি। আর যদি তুমি আমার দিকে আসো, তবে আমি তোমাকে কবুল করে নিবো।"[১]

## অদ্ভূত অনুশোচনা

হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলীমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর যমানায় এক ব্যক্তি তাওবার উপর অটল থাকতো না। যখনই তাওবা করতো, ভেঙে ফেলতো, বিশ বছর ধরে সে এই অবস্থায় থাকলো, তারপর আল্লাহ পাক হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর দিকে ওহী পাঠালেন যে, আমার বান্দাকে বলো, আমি তার উপর ক্রোধান্বিত। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام তার কাছে এই পয়গাম পৌঁছে দিলেন। সে খুবই দুঃখিত হলো এবং এটা বলতে বলতে মরুভূমির দিকে চলে গেলো, "হে আমার রব! তোমার রহমত কি শেষ হয়ে গেছে, নাকি আমার নাফরমানী তোমাকে ক্ষতি করেছে, নাকি তোমার ক্ষমার ভাণ্ডার

১. (মুকাশাফাতুল কুলুব, আল–বাবুস সাবি'আ 'আশারা ফী বায়ানিল আমানাহ ওয়াত তাওবাহ, ৬২ পৃ:)



www.dawateislami.net

শেষ হয়ে গেছে? কোন গুনাহটি তোমার ক্ষমা ও করুণার চেয়ে বড়? করুণা তোমার প্রাচীন গুণ এবং নিচুতা আমার স্বভাব। আমার গুণ কি তোমার গুণের উপর প্রাধান্য লাভ করতে পারে? যদি তুমি তোমার বান্দাদের থেকে তোমার রহমত ফিরিয়ে নাও, তবে তারা কার কাছে যাবে? যদি তুমি তাদের প্রত্যাখ্যান করো, তবে তারা কার কাছে যাবে? হে মাওলা! যদি তোমার রহমত শেষ হয়ে যায় এবং আমাকে আযাব দেওয়া অপরিহার্য হয়ে যায়, তবে তোমার সমস্ত বান্দাদের আযাব আমার উপর চাপিয়ে দাও। আমি তাদের পরিবর্তে নিজের জীবন ফিদিয়া হিসেবে পেশ করছি।" আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: "হে মূসা! তার কাছে যাও এবং তাকে বলো যে, যদি তোমার গুনাহে যমিনও পূর্ণ হয়ে যায়, তবুও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিবো, কারণ তুমি আমাকে পরিপূর্ণ কুদরত, ক্ষমা ও রহমতের সাথে জেনেছো।"[১]

করকে তাওবা মে ফির গুনাহো মে হো হি জাতা হো মুবতালা ইয়া রব!
কিস কে দর পে মে জাউঙ্গা মাওলা গির তো নারাজ হো গেয়া ইয়া রব![২]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই মর্মস্পর্শী, রহমতপূর্ণ ঘটনাবলী শুনে নিশ্চয়ই আমাদের অন্তরে প্রশান্তি মিলেছে এমনকি এটা খুবই সম্ভব যে, আমরা তাওবাও করে নিবো কিন্তু মনে রাখবেন, তাওবার উপর অবিচল থাকার জন্য অবশ্যই ভালো পরিবেশ এবং নেককারদের সঙ্গ অত্যন্ত জরুরি, নতুবা তাওবার পর আবার গুনাহের দিকে ফিরে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه! কুরআন ও সুন্নাত প্রচারে বিশ্বব্যাপী আশিকানে রাসূলের

১. (মুকাশাফাতুল কুলুব, আল-বাবুস সাবি'আ 'আশারা ফী বায়ানিল আমানাহ ওয়াত তাওবাহ, ৬৩ পৃ:)
২. (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮৭, ৮৮ পৃ:)



www.dawateislami.net

দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ আমাদের জন্য অনেক বড় নেয়ামত। اِنْ شَآءَ الله এই পরিবেশে লেগে থাকলে নেক কাজের প্রেরণা মিলবে, গুনাহের প্রতি ঘৃণা জন্মাবে এবং অতীতের গুনাহের উপর অনুশোচনার সাথে খাঁটি তাওবাও নসীব হবে। আসুন, এই প্রসঙ্গে একটি মাদানী বাহার লক্ষ্য করি:

## এক তাওবাকারীর ঘটনা

বাবুল মদীনা (করাচি) এর অধিবাসী এক ইসলামী ভাইয়ের বিবরণের সারমর্ম হলো যে, দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে যুক্ত হওয়ার আগে আমার জীবনের মূল্যবান দিনগুলো গুনাহের কাঁটাভরা উপত্যকায় ঘুরে বেড়াতে ব্যয় হচ্ছিল। নামায কাযা করা, নফসের কামনা-বাসনা পূরণের জন্য ফিল্ম-ড্রামা দেখা, গান-বাজনা শুনে মত্ত হওয়া, মিথ্যা বলে লোকদের ধোঁকা দেওয়া, তাদের মনে আঘাত দেয়া এবং ঠাট্টা-মশকরার মাধ্যমে তাদের পেরেশান করা ইত্যাদি গুনাহ দ্বারা আমার আমলনামা ভরা ছিল। আমি দুনিয়ার চাকচিক্যে এতটাই ডুবে ছিলাম যে, আখিরাতের পরিণামের কোনো চিন্তাই আমার ছিল না যে, যদি গুনাহের শাস্তিতে জাহান্নামের আযাবে গ্রেফতার হই, তবে আমার দুর্বল ও অক্ষম শরীর কিভাবে তা সহ্য করবে? আমার সংশোধনের কারণ কিছুটা এভাবে হলো যে, সম্ভবত ২০০১ সালের কথা, একদিন নামায আদায়ের জন্য মসজিদে গেলাম। সেখানে এক আশিকে রাসূল সুন্নাতের আয়নাধারী ইসলামী ভাই ফয়যানে সুন্নাতের দরস দিচ্ছিলেন। আমিও নামায আদায় করার পর ফয়যানে সুন্নাতের দরসের বরকত লাভের জন্য কাছে গিয়ে বসলাম এবং মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলাম। জানি না শব্দগুলোর মধ্যে



www.dawateislami.net

এমন কী প্রভাব ছিল যে, যতই শুনতে লাগলাম, আমার অন্তরের ময়লা ধুয়ে যেতে লাগলো এবং আমি হাতোহাত গুনাহ থেকে ফিরে এসে নামাযের উপর অবিচল থাকার নিয়ত করে নিলাম এবং নিজের নিয়তকে পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ গ্রহণ করে নিলাম আর দ্বীনি জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য, নেক আমলের প্রেরণা লাভের জন্য এবং গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য সময়ে সময়ে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সুন্নাতে ভরা বয়ান শোনার সৌভাগ্য অর্জন করতে লাগলাম। ধীরে ধীরে আমার আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বয়ানের প্রতি এত আকর্ষণ সৃষ্টি হলো যে, যখনই কোনো নতুন বয়ান আসতো, আমি তা অবশ্যই শুনতাম, এমনকি উপায় না থাকলে নিজের এলাকার একটি লাইব্রেরি থেকে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বয়ান ও মলফুযাতের ক্যাসেট সংগ্রহ করে নিজের স্পৃহা পূরণ করতাম। বয়ানের শেষে যখন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নামায পড়ার নিয়ত করাতেন, তখন আমিও অবলীলায় হাত তুলে গুনাহভরা জীবন ত্যাগ করে সুন্নাত গ্রহণ করার দৃঢ় সংকল্প করতাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী পরিবেশ গ্রহণ করার বরকতে শুধু গুনাহের রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করিনি বরং শারীরিক অসুস্থতাও দূর হয়ে গেছে। অনেক দিন ধরে আমার শরীরে ফুসকুড়ি ছিল এবং বুক ও পাঁজরে তীব্র ব্যথা করতো, অনেক চিকিৎসা করিয়েছি, কিন্তু কোনো উপকার হয়নি। আল্লাহর কুদরত দেখুন যে, মাদানী পরিবেশ গ্রহণ করার পর ব্যথা নিজে নিজেই চলে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই কথাগুলো লেখা পর্যন্ত প্রায় আট বছর হয়ে গেছে,



www.dawateislami.net

আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। হালকা মুশারাতের খাদেম হিসেবে এলাকায় মাদানী কাজের উন্নতির জন্য সচেষ্ট আছি।

## তথ্যসূত্র


| নং | বই | লেখক/সংকলক | প্রকাশনা |
|---|---|---|---|
| ১ | কুরআনে পাক | আল্লাহ পাকের কালাম | মাকতাবাতুল মদীনা ১৪৩২ হিঃ |
| ২ | কানযুল ঈমান | আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান, ওফাত ১৩৪০ হিঃ | মাকতাবাতুল মদীনা ১৪৩২ হিঃ |
| ৩ | খাযায়িনুল ইরফান | সদরুল আফাযিল মুফতী নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী, ওফাত ১৩৬৭ হিঃ | মাকতাবাতুল মদীনা |
| ৪ | দুররে মানসুর | ইমাম জালালুদ্দীন বিন আবী বকর সুয়ূতী, ওফাত ৯১১ হিঃ | দারুল ফিকর বৈরুত |
| ৫ | রূহুল বয়ান | মাওলার রূম শায়খ ইসমাঈল হাক্কী বরূসী, ওফাত ১১৩৭ হিঃ | দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী বৈরুত |
| ৬ | সহীহ আল-বুখারী | ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী, ওফাত ২৫৬ হিঃ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়া ১৪১৯ হিঃ |
| ৭ | সহীহ মুসলিম | ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুশাইরী নিশাপুরী, ওফাত ২৬১ হিঃ | দারু ইবনে হাযম ১৪১৯ হিঃ |
| ৮ | সুনানে তিরমিযী | ইমাম মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী, ওফাত ২৭৯ হিঃ | দারুল ফিকর বৈরুত ১৪১৪ হিঃ |
| ৯ | সুনানে নাসায়ী | ইমাম আহমদ বিন শুয়াইব নাসায়ী, ওফাত ৩০৩ হিঃ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়া ১৪২৬ হিঃ |
| ১০ | আল-মুসনাদ | ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল, ওফাত ২৪১ হিঃ | দারুল ফিকর বৈরুত ১৪১৪ হিঃ |
| ১১ | আল-মু'জামুস সগীর | ইমাম আবুল কাসিম সুলায়মান বিন আহমদ তাবারানী, ওফাত ৩৬০ হিঃ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত ১৪০৪ হিঃ |
| ১২ | সুনানে ইবনে মাজাহ | ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ, ওফাত ২৭৩ হিঃ | দারুল মা'রিফাহ বৈরুত ১৪২০ হিঃ |
| ১৩ | আবু দাউদ | ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান বিন আশ'আস সিজিস্তানী, ওফাত ২৭৫ হিঃ | দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী ১৪২১ হিঃ |
| ১৪ | শুয়াবুল ঈমান | ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন বায়হাকী, ওফাত ৪৫৮ হিঃ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়া ১৪২১ হিঃ |




www.dawateislami.net

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৫ | আত–তারগীব ওয়াত তারহীব | ইমাম যাকী উদ্দীন আব্দুল আযীম বিন আব্দুল ক্বাওয়ী, ওফাত ৬৫৬ হিঃ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত ১৪১৮ হিঃ |
| ১৬ | ফাতহুল বারী | ইমাম হাফিয আহমদ বিন আলী বিন হাজার আসকালানী, ওফাত ৮৫২ হিঃ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত ১৪২০ হিঃ |
| ১৭ | শরহে বুখারী লি ইবনে বাত্তাল | আবুল হুসাইন আলী বিন খালাফ বিন আব্দুল্লাহ | মাকতাবাতুর রুশদ রিয়াদ ১৪২০ হিঃ |
| ১৮ | ইহয়াউ উলুমিদ্দীন | আবু হামিদ ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী, ওফাত ৫০৫ হিঃ | দারু সাদির বৈরুত ২০০০ হিঃ |
| ১৯ | মিনহাজুল আবেদীন | আবু হামিদ ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী, ওফাত ৫০৫ হিঃ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়া |
| ২০ | মুকাশাফাতুল কুলুব | আবু হামিদ ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী, ওফাত ৫০৫ হিঃ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত |
| ২১ | আয-যুহদ | শায়খুল ইসলাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক আল-মারওয়াযী, ওফাত ১৮১ হিঃ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত |
| ২২ | হিলইয়াতুল আউলিয়া | হাফিয আবু নুয়াইম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ ইসফাহানী, ওফাত ৪৩০ হিঃ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত ১৪১৯ হিঃ |
| ২৩ | আয-যাওয়াজির 'আন ইকতিরাফিল কাবায়ির | আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন হাজার হাইতামী মক্কী, ওফাত ৯৭৪ হিঃ | দারুল মা'রিফাহ ১৪১৯ হিঃ |
| ২৪ | কিতাবুল কাবায়ির | ইমাম হাফিয যাহাবী, ওফাত ৭৪৮ হিঃ | ইশা'আতে ইসলাম কুতুব খানা |
| ২৫ | তাওবার বর্ণনা ও ঘটনাবলী | আল-মদীনাতুল ইলমিয়া | মাকতাবাতুল মদীনা ১৪২৬ হিঃ |
| ২৬ | মিরআতুল মানাজিহ | হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী, ওফাত ১৩৯১ হিঃ | যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স |



www.dawateislami.net

# সূচীপত্র

দরূদ শরীফের ফযিলত ..... ১
অনুশোচনার কারণে ক্ষমা লাভ ..... ২
গুনাহের অনুভূতি সৃষ্টি করুন! ..... ৪
তাওবার গুরুত্ব ..... ৫
বারবার তাওবা করুন! ..... ৮
তাওবা সম্পর্কে ৬টি খোদায়ী ফরমান ..... ৮
তাওবার পুরস্কার ..... ১০
তাওবার প্রয়োজন কার? ..... ১১
সকাল–সন্ধ্যায় তাওবা ..... ১৩
তাওবাকারীদের জন্য সুসংবাদ ..... ১৪
চোখের পলক ফেলার আগেই তাওবা কবুল ..... ১৪
আমলনামা থেকে গুনাহ মুছে যায় ..... ১৪
শয়তানের আকাঙ্ক্ষা! ..... ১৫
কোমল হৃদয়ের অধিকারীগণ ..... ১৫
আসো গুনাহগাররা! মাগফিরাত চেয়ে নাও ..... ১৫
শয়তানের চ্যালেঞ্জ ..... ১৬
তাওবার পথে বাধা ..... ১৭
নামায ছেড়ে দেওয়ার পরিণাম ..... ২০
সুদের অশুভ পরিণতি ..... ২২
অন্তরের অন্ধকারের কারণ ..... ২৪
তাওবা রিযিক প্রশস্তকারী ..... ২৬
তাওবার অদ্ভুত ধরন! ..... ২৭
খাঁটি তাওবার আলামতসমূহ ..... ২৮
তাওবার সঠিক পদ্ধতি ..... ২৯
অনুশোচনার প্রতিদান ..... ৩০
অদ্ভুত অনুশোচনা ..... ৩০
এক তাওবাকারীর ঘটনা ..... ৩২
তথ্যসূত্র ..... ৩৪



www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❊ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন মাদানী কাফেলায় সফর এবং ❊ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

**আমার মাদানী উদ্দেশ্য:** "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه নিজের সংশোধনের জন্য নেক আমলের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه


## মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাত্তাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

**E-mail: bangladesh@maktabatulmadinah.com, Web: www.dawateislami.net**